মাদ্রাসা শিক্ষা

পড়ুন আপনার রবকে চেনার জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব তো দয়ালু যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।' সূরা আলাক ১-৪

হযরত শাহজালাল, শাহ পরান, খান জাহান, শাহমিরান, শাহমাখদুম (রহ.)সহ হাজারো মুজাহিদ ওলীর জেহাদের ফসল হিসাব আজ বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোক মুসলমান। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেশির ভাগ মুসলমান জানে না মুসলমানের প্রথম কাজ হল লেখাপড়া, ইলেম অর্জন করা। আর একমাত্র গ্রন্থ আল কোরআন হবে তাদের সিলেবাস। কোরআন মজিদকে বুঝার জন্য রাসূলে খোদা (সা.) এর হাদিস, আর এ দু'সূত্র থেকে বের করা বিধান ফিকহ অনুযায়ী আমল করার জন্য শিখবে ফিকহ বা ইসলামী আইন শাস্ত্র। জ্ঞান বিজ্ঞানের সবকিছু শিখবে কোরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে। কোন মুসলমান নিজেকে মুসলমান দাবি করবে– একই সঙ্গে মূর্খ থাকবে কোন অবস্থাতেই তা কাম্য নয়। অথচ বাস্তব অবস্থা তার বিপরীত। ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি মক্তব শিক্ষা ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা। যেখান থেকে ঘরে ঘরে জ্বলবে কোরআনের মশাল। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী যেদিন বাংলা জয় করলেন দেখতে পেলেন কোনরকম সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই গোটা বাংলায় ৮৪ হাজার ফোরকানিয়া মাদ্রাসা চালু রয়েছে।

পরবর্তী সময়ে দিন দিন তা বেড়েই চলেছিল। ব্রিটিশ বেনিয়া গোষ্ঠীর জবরদখলের আগ পর্যন্ত মুসলমানদের শিক্ষার হার ছিল বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি। সমাজের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আলেমদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ছিল। ব্রিটিশ এসেই পরিকল্পনা মোতাবেক মুসলমানের মন মগজ থেকে কোরআনী শিক্ষাকে নির্বাসন দেয়। পরবর্তী সময়ে হযরত শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী (রহ.) থেকে শুরু হয়ে আবার দ্বীনি শিক্ষার আলো জ্বলতে থাকে স্থানে স্থানে। পাকিস্তান আমলে মুনাফিক ও ব্রিটিশদের পৌষ্য গোলামরা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ফলে দ্বীনি শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার মর্যাদা পায়নি। মুসলমান নামধারী শাসক গোষ্ঠীর কাছে ভিক্ষা চাইতে হয়েছে এদেশের আলেম, ওলামা, পীর মাশায়েখ ও ছাত্র জনতাকে। আন্দোলনের তীব্রতা দেখে শাসকগোষ্ঠী সময় সময় কিছু কিছু দাবি ফকিরের ভিক্ষার মতো দান করেছেন। কিন্তু দ্বীনি শিক্ষার পরিচালনা, সুযোগ-সুবিধা, কাঠামোগত উন্নয়ন, সিলেবাসের কাঙ্ক্ষিত মান অর্জিত হয়নি। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রথমে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর গণঅসন্তোষ থেকে বাঁচার জন্য মাদ্রাসা আবার চালু করা হয় ১৯৭২ সালে। ১৯৭২ সালের ১৯ জানুয়ারি মরহুম মাওলানা ওয়ারেস আলী, মাওলানা আবদুর রহমান, মাওলানা আবদুস সালাম (খতীব গাউসুল আজম মসজিদ), ছাত্রনেতা এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান (বর্তমান বিভাগীয় প্রধান হাদীস বিভাগ মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা)সহ আলেমদের এক সাক্ষাৎকারে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের উপস্থিতিতে বলেছিলেন 'মাওলানা সাহেব, আপনারা আমার নিকট মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, মনে রাখবেন আমি একজন মুসলমান, আমি মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছি। আমি চাই মাদ্রাসা শিক্ষা চালু থাকুক এবং আমি স্কুল কলেজেও কোরআন হাদীস শিক্ষা প্রবর্তন করে দিতে চাই। তবে এ কাজ করতে আমার একটু সময় লাগবে।' কিন্তু তার সময় হয়নি। আসলেন নতুন শ্লোগান নিয়ে মরহুম জিয়াউর রহমান। আসার পরই অনুদান বন্ধ হল প্রায় এক হাজার মাদ্রাসার নানা অজুহাতে। জমিয়তে তালাবার আন্দোলনে সরকার বাধ্য হল সে মাদ্রাসাগুলো আবার চালু করতে। দাবির মুখে ঘোষিত হল মাদ্রাসা বোর্ডের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। এরশাদ আমলে এসে বহু দিনের দাবির ফসল একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্বাসন দেয়া হল সীমান্তে। খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে শিক্ষকদের স্কেলের কিছুটা উন্নতি সাধন করলেও সিলেবাসে স্কুল কলেজের বিষয় চাপিয়ে দিয়ে ইবতেদায়ী মাদ্রাসাকে গলাটিপে হত্যা করে গোড়া কেটে মাথায় পানি ঢালার প্রয়াস পেলেন। পরিশেষে তসবীহ হাতে, টুপি মাথায় দিয়ে শেখ হাসিনা ক্ষমতার বলে তার বাবার অনেক স্বপ্ন তিনি দেখলেন। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে তার বাবা যা করতে চেয়ে ছিলেন সে স্বপ্নটি এখনও তিনি দেখেননি। হয়তো বা স্বপ্নের তালিকা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বাদ পড়ে গেছে। উল্টো ২৫১টি মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ করে বাবার স্বপ্নের কবর রচনা করলেন। তাই আজকের এই প্রবন্ধে যে কথাটি বলে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে চাই তা হল ইতিহাস প্রমাণ করেছে পুরনো বোতলে নতুন মদ ঢেলে ইসলামী লেবাস লাগিয়ে যারা আলেম সমাজ ও সরলমনা দ্বীনদার মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে বার বার তাদের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক জেহাদে অবতীর্ণ হওয়া প্রত্যেক ঈমানদারের উপর ফরজ হয়ে পড়েছে। এ জেহাদের মাধ্যমে অধিকার আদায় করতে হবে।

মাওলানা একেএম মাহবুবুর রহমান
৮৪ তেজতুরী বাজার, ঢাকা।